بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২

ঈমানোদ্দীপক ভাষণের মধ্য দিয়ে মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমা সমাপ্ত করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান

"আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা এবং সৎকর্মের উচ্চ মান অর্জনের ক্ষেত্রে আনসারুল্লাহ্ অঙ্গ-সংগঠনটির দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে নেতৃত্ব প্রদান করা উচিত।" – হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২, ঈমানোদ্দীপক এক ভাষণের মধ্য দিয়ে মজলিস আনসারুল্লাহ্ (আহমদীয়া মুসলিম চল্লিশোর্ধ্ব পুরুষদের অঙ্গ-সংগঠন) যুক্তরাজ্যের জাতীয় ইজতেমা (বার্ষিক সম্মেলন) সমাপ্ত করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

কিংস্‌লি-র ওল্ড পার্ক ফার্মে অনুষ্ঠিত তিন দিনের এ আয়োজনে ৪,০৯০ জনের অধিক পুরুষ যোগদান করেন।

হুযূর আকদাস তাঁর ভাষণে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের, এবং বিশেষত, মজলিসে আনসারুল্লাহ্-র সকল সদস্যের তাকওয়া অবলম্বনের গুরুত্বের সম্পর্কে কথা বলেন।

হুযূর আকদাস এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন যে, মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যদের অবশ্যই আত্ম-পর্যালোচনা করে দেখা উচিত তারা কত দূর তাকওয়া অবলম্বন করেছেন এবং কোথায় কোথায় উন্নতির সুযোগ রয়েছে।

মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা এবং সৎকর্মের উচ্চ মান অর্জনের ক্ষেত্রে আনসারুল্লাহ্ অঙ্গ-সংগঠনটির দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে নেতৃত্ব প্রদান করা উচিত। এটা কেবল তখনই হতে পারে, যখন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে তাকওয়া সৃষ্টি হয়; কেবলমাত্র তখনই কারো পক্ষে আল্লাহ্ তা'লার সাথে একটি যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব, এবং পরবর্তীতে ধাপে ধাপে নৈতিকতার সর্বোচ্চ মার্গে উপনীত হওয়া সম্ভব। কেবলমাত্র তখনই কোন ব্যক্তিকে প্রকৃত অর্থেই আনসার এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য

করা যেতে পারে। এই কারণেই, মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে অসংখ্যবার অত্যন্ত আকুলভাবে তাকওয়ার পথে চলার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন; কেননা, এটি একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক দাবি।"

তাঁর পুরো ভাষণে হুযূর আকদাস পবিত্র কুরআন হতে বেশ কিছু আয়াত উদ্ধৃত করেন যেখানে তাকওয়া অবলম্বনকারী মানুষের চিহ্নসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

হুযূর আকদাস সূরা আন-নাহ্ল-১৬:১২৯ আয়াত উদ্ধৃত করেন যেখানে বলা হয়েছে:

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল।"

তাকওয়া শব্দের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

" 'তাক্ওয়া' কী? এর অর্থ হলো আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা ও ভয় কারো হৃদয়ের প্রোথিত থাকা, এবং যেকোনো কাজ শুরু করার সময়ে সর্বদা এই চিন্তা থাকা যে, 'আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দেখছেন'। 'যারা সৎকর্মশীল' বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা পুণ্যের জ্ঞান রাখেন এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে থাকেন।"

মজলিস আনসারুল্লাহ্র সদস্যদের নিজেদের তাকওয়ার মানের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার একান্ত আবশ্যকতার কথা পুনরায় তুলে ধরতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“যদি আমাদের স্লোগান এই হয়ে থাকে যে, ‘আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী’ তাহলে আমাদের জন্য আবশ্যক যে, আমরা নিজেদেরকে পবিত্র করি এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেবক হয়ে যাই আর বিশ্বকে পাপ এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা থেকে মুক্ত করি। এক খোদার জ্যোতি দ্বারা মানুষের হৃদয়কে আলোকিত করার জন্য আমাদের সংগ্রাম করে যাওয়া উচিত। এটি ছিল সেই উদ্দেশ্য যার জন্য আল্লাহ্ তা’লা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রত্যাদিষ্ট করেছিলেন। কিন্তু, যদি আমাদের নিজেদের হৃদয়গুলো নোংরামি, পঙ্কিলতা এবং পার্থিব লালসায় পরিপূর্ণ থাকে, তাহলে কীভাবে আমরা অন্যদের সংশোধন করতে পারি? সুতরাং, এখন আনসারুল্লাহ্‌র প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, খোদার মনোনীত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত থেকে বিশ্বকে এক খোদার সামনে মাথানত করানো এবং তাদেরকে পথ প্রদর্শন করে মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত করা। সুতরাং, এই উদ্দেশ্যকে স্মরণ রেখে, আমাদের নিজেদের মূল্যায়ন করতে হবে এবং আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে আমরা কেমন মানের ‘আনসারুল্লাহ্’।”

হুযূর আকদাস সূরা আত-তালাক-৬৫:৩-৪ আয়াত উদ্ধৃত করেন যেখানে বলা হয়েছে:

“এবং যে আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে— তিনি তার জন্য কোন না কোন উদ্ধারের পথ করে দিবেন, আর, তিনি তাকে এমন দিক হতে রিয্‌ক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।”

হুযূর আকদাস ব্যাখ্যা করে বলেন যে, কোন ব্যক্তি যিনি ‘তাকওয়া’ অবলম্বন করেন তার একটি চিহ্ন এই যে, তাকে এমন কোনো চাহিদা গ্রাস করে না, যা বহন করার সাধ্য তার নেই।

বিশেষ করে মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যদের জন্য, এই আয়াতগুলোর প্রাসঙ্গিকতার আরও বিশদ ব্যাখ্যা করে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আমরা সাধারণত লক্ষ করে থাকি যে, যখন মানুষ পরিণত বয়সে উপনীত হয়, সেটা এমন এক সময় হয়ে থাকে যখন তাদের সন্তানরাও বড় হতে থাকে, তাদের চাহিদা নিয়ে তাদের উদ্বেগ বাড়তে থাকে, তাদের শিক্ষা এবং তাদের বিভিন্ন খরচাদি নির্বাহ করা নিয়ে তারা চিন্তিত হতে থাকেন। চল্লিশ বছর বয়সটি এমন যখন এসব চিন্তা বাড়তে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে, কিছু মানুষ রয়েছে যারা– পার্থিব চিন্তায় সম্পূর্ণভাবে ডুবে যায় অথবা খোদার ওপর যাদের ভরসার অভাব– যারা তাদের চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল ও মাধ্যমের অনুসন্ধান করে, আর তারা এ বিষয়ের পরোয়াও করে না যে, সেসব কৌশলের মধ্যে এমন কিছু আছে কিনা যা অবৈধ। উদাহরণস্বরূপ, আমরা দেখে থাকি যে, অনেক মানুষ অন্যায়ভাবে ট্যাক্স (কর) দেওয়ার বিষয়টিকে এড়িয়ে যায় এবং অন্যান্য আরও নানান উপায়ে প্রতারণার চেষ্টা করে– আর এসবই তারা করে থাকে তাদের ও তাদের সন্তানদের ব্যয় নির্বাহের জন্য, এবং সম্পত্তি ক্রয় করা এবং তাদের পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

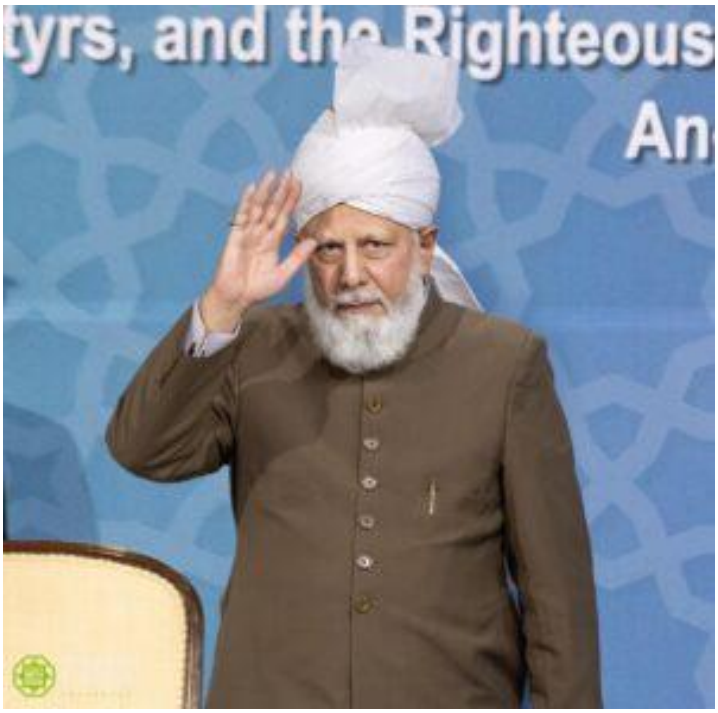

“আল্লাহ্ তা’লা বলেন যে, যদি তুমি তাকওয়ার অধিকারী হও, তাহলে আল্লাহ্ তা’লা স্বয়ং তোমার বিষয়াদির দেখভাল করবেন অথবা শীঘ্র এমন আশিস তোমার ওপর বর্ষণ করবেন যার দ্বারা অপ্রত্যাশিতভাবে তোমার ব্যয়সমূহ নির্বাহের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এগুলো বাস্তবতাবিমুখ কোন কাল্পনিক কথা নয়, বরং বাস্তব ক্ষেত্রে অগণিত আহমদী মুসলমান আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে, তারা আল্লাহ্ তা’লার ওপর ভরসা করেছেন এবং তিনি এমন অপ্রত্যাশিতভাবে কোন মাধ্যম সৃষ্টি করেছেন যার দ্বারা তাদের খরচাদি নির্বাহ হয়েছে, আর তাদের আর্থিক যে প্রয়োজনীয়তা ছিল তা পূরণ হয়েছে।”

বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা যেন আল্লাহ্ তা’লার প্রতি প্রকৃত অর্থেই কৃতজ্ঞ হই এবং তাঁর আদেশাবলী মেনে চলে তাকওয়া অবলম্বন করে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করি। এটিই আনসারুল্লাহ্ হওয়ার দাবির সারাংশ। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে এমন করার তৌফিক দান করুন।”

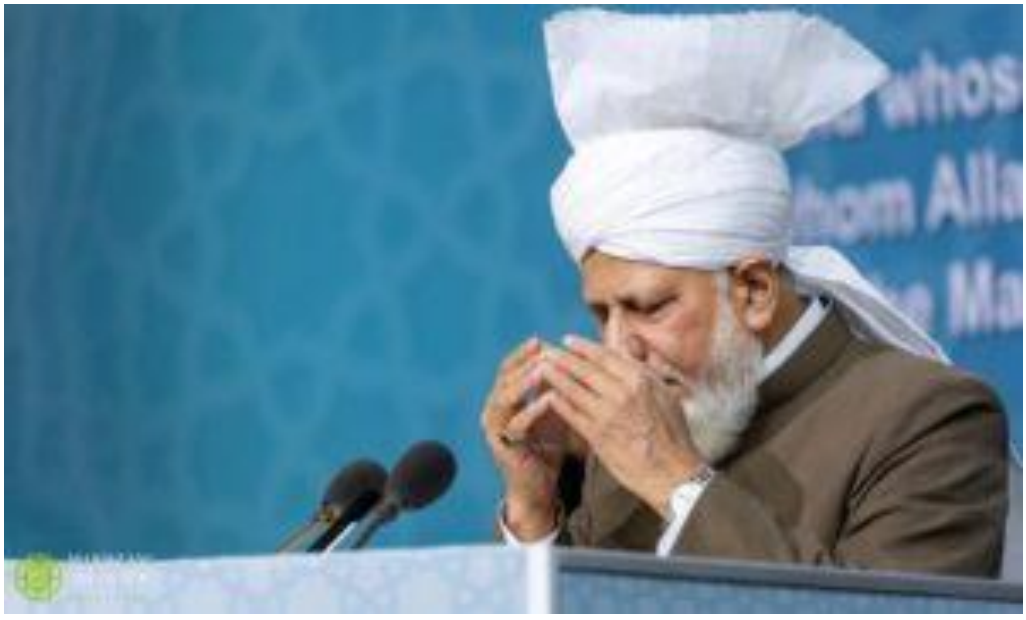

সমাপ্ত

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: media@pressahmadiyya.com